দৈনিক
ইনকিলাব

14 AUG 2008

শাহজাদপুরে শিক্ষক নিয়োগ-বদলি ও শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ

শাহজাদপুর (সিরাজগঞ্জ) উপজেলা সংবাদদাতা

শাহজাদপুর উপজেলা শিক্ষা অফিসার ফিরোজ কবীরের সীমাহীন দুর্নীতি ও অনিয়মের কারণে শিক্ষা অফিস দুর্নীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে মর্মে অভিযোগ পাওয়া গেছে। লিখিত ওই অভিযোগসূত্রে জানা গেছে, তার ওই অনিয়ম, দুর্নীতির প্রতিবাদে শিক্ষকরা সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। শিক্ষকরা ইতিমধ্যেই তার নানা অনিয়ম, দুর্নীতির বিবরণ তুলে ধরে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বরাবর লিখিত অভিযোগ করে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানিয়েছেন। ওই একই দাবীতে শিক্ষকরা রাজশাহী বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক, জেলা শিক্ষা অফিসার এবং ইউএনও বরাবর অনুরূপ অভিযোগের অনুলিপি দিয়েছেন। এ চিঠি দেওয়ার পর থেকে এক শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ দালাল শ্রেণীর শিক্ষকদের দৌড়ঝাঁপ বেড়ে গেছে। ওই দালাল শ্রেণীর শিক্ষকরা শিক্ষা অফিসার ও নিজেদের বাঁচাতে উপজেলার বিভিন্ন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে কোন কারণ প্রদর্শন না করেই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের কাছ থেকে সাদা কাগজে স্বাক্ষর আদায় করে চলেছেন। তাদের সহযোগিতায় শিক্ষা অফিসার ফিরোজ কবীর আরও বেপরোয়া হয়ে উঠেছেন। শিক্ষা অফিসারের দুর্নীতি ধামাচাপা দিতে ও তার পক্ষে তদন্তের রায় নিতে এ দালাল শিক্ষকরা দৌড়ঝাপ শুরু করেছেন। অভিযোগকারী শিক্ষকদের নানা হুমকি, প্রলোভন ও ভয়ভীতি দেখিয়ে শিক্ষা অফিসারের স্বপক্ষে স্বাক্ষী প্রদান করতে বাধ্য করা হচ্ছে। হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের কারণে অভিযোগকারী শিক্ষকরা অসহায় হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন। অভিযোগকারী মনির-উজ-জামান হেনা, শহিদুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, আব্দুস সালাম, মাহবুবুর রহমান, আনছার আলী, মুসলিমা খাতুন, ইদ্রিস আলী, মিনা পারভীন, মকবুল হোসেনসহ অন্যান্য শিক্ষকরা জানিয়েছেন, শিক্ষা অফিসার ফিরোজ কবীর বিধি বহির্ভূতভাবে গোপালপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক ইসমাইল হোসেনকে তার শ্বশুর আব্দুল হালিমের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে কুমির গোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রেরণের বদলি করান। ওই সময় শ্বশুর হালিমের চাকুরীর মেয়াদ ছিল মাত্র দুই মাস। এতো অল্প সময়ে বদলি বিধি বহির্ভূত হলেও উৎকোচের বিনিময়ে ঐ নীতি বহির্ভূত বদলি করান। এছাড়া গত জুন মাসে শি কমিটি বিদ্যালয়ে টিএলএম এর শিক্ষা উপকরণ ক্রয় বাবদ বরাদ্দকৃত ১০ হাজার টাকার স্থলে ৬ হাজার ৫'শ ৬৫ টাকার চেক প্রদান করা হয়েছে। শিক্ষা অফিসারের মনোনীত ৪টি ঠিকাদারের মাধ্যমে নিম্নমানের শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ করে লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। উপজেলার দামুয়াপাড়া ও বাউখোলা রেঞ্জিঃ বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় দুটিতে দুইজন শিক্ষক ১ লাখ টাকা করে উৎকোচ নিয়ে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। অপরদিকে, নড়িনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা তানজিলা সাখাওয়াত চৌধুরীর বিরুদ্ধে উপবৃত্তির টাকা আত্মসাতসহ নানা অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগের তদন্ত প্রতিবেদন ৩০ হাজার টাকা উৎকোচের বিনিময়ে ঐ শিক্ষিকার পক্ষে রায় প্রদান করা হয়। ফলে নড়িনা গ্রামবাসী শিক্ষা অফিসারের ওপর বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এছাড়া ১৫১টি বিদ্যালয়ে সিটিজেন চার্টার প্রদান বাবদ ৩০ টাকার স্থলে ১'শ টাকা করে আদায় করে প্রায় ১০ হাজার ৫'শ ৭০ টাকা হাতিয়ে নেয়া হয়েছে। শিক্ষকরা আরও জানান, কোন প্রয়োজনে তার কাছে গেলে প্রথমে তিনি অত্যন্ত দুর্ব্যবহার করে তাড়িয়ে দেন। পরে তার মনোনীত দালাল শ্রেণীর শিক্ষকদের মাধ্যমে উৎকোচ নিয়ে সেই কাজ করে দেন। শিক্ষা অফিসারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকরা শিক্ষা অফিসারের এই সীমাহীন দুর্নীতির প্রতিবাদ জানিয়ে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জোড় দাবী জানিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ দিয়ে তাদের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন। এ ব্যাপারে শিক্ষা অফিসার ফিরোজ কবীরের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি দৈনিক ইনকিলাবকে এ ব্যাপারে জানান, 'হাতেগোনা কয়েকজন দালাল শ্রেণীর শিক্ষক দালালী করতে না পেরে মিথ্যা ও ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রেরণ করেছে। দীর্ঘদিন ধরে তাদের অপকর্মের জন্য সাময়িক বরখাস্তসহ ইনক্রিমেন্ট স্থগিত, প্রশাসনিক কারণে শাস্তিমূলক বদলিসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করায় তারা ওই অভিযোগ করেছে'। এদিকে অভিযোগকারী শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তদন্ত করলেই শিক্ষা অফিসার ফিরোজ কবীরের ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতির ঘটনার সত্যতা পাওয়া যাবে।